শ্বশুর

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী ....., পিতা: ....., মাতা:....., ঠিকানা: গ্রাম:....., ডাকঘর: ....., থানা: ....., জেলা: .....। এই মর্মে হলফ পূর্বক ঘোষণা করছি যে, মোহাম্মদ উমর ফারুক আমার জামাতা। বর্তমানে আমার মেয়ে ও জামাতার ঘরে ২ ছেলে এবং ১ মেয়ে আছে। সে বর্তমানে আমেরিকাতে বসবাসরত আছে। আমার জামাতা রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল এবং তার প্রাণ বাচাঁনোর জন্য আমেরিকা চলে যায়। সে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এল ডি পি) এর একজন সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করত। তার নেতৃত্বে ঐ এলাকায় তার দল এল ডি পি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে অনেকটা শক্তিশালী হয়ে ওঠেছিল । যার কারণে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীরা তার উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং তাকে বিভিন্ন সময় মেরে ফেলার হুমকি দিত এবং তাকে কয়েকবার আক্রমনও করেছিল এবং তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে তাদের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে গিয়েছিল। ২০১৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বরে সেখানের স্থানীয় আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা আমার জামাতার বাসায় আক্রমন করেছিল, এবং আমার জামাতাকে শারীরিক ভাবে অনেক নির্যাতন করেছিল। সেই সময় তারা আমার মেয়েকে ধরসনের চেষ্টাও করেছিল। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর স্থানীয় আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা তাকে আক্রমন করলে সেখান থেকে পালিয়ে পরের দিন ভোর ৪টার দিকে সে আমার বাসায় এসেছিল। সে সময় সে শারীরিক ভাবে অসুস্থ ছিল। আমরা তাকে ভয়ে হাসপাতালে ভর্তি করায়নি। কারণ বিষয়টি জানাজানি হলে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা আমার বাসাতেও হামলা করতে পারে। তাই আমরা তাকে বাসায় রেখে স্থানীয় ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করিয়েছিলাম। আমরা তাকে ১ সপ্তাহ মত চিকিৎসা করানোর পরে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা আমার বাসা আক্রমন করেছিল । ২০১৮ সালের ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যার দিকে স্থানীয় কিছু আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা আমার বাসা এসে দরজার বাইরে থেকে আমার নাম ধরে ডাকতেছিল। তখন আমি বাসার ভিতর কাজ করিতেছিলাম। তাদের ডাক শুনে আমি বের হয়ে আসলাম। তখন তারা বাসার ভিতরে আসতে চাইলে আমি তাদেরকে বাধা দিলাম। কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে তারা আমাকে ধাক্কা দিয়ে বাসার ভিতরে প্রবেশ করল। কিন্তু তার আগেই আমাদের কথোপকথন আমার জামাতা শুনতে পাই এবং সে বুঝতে পারে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা তাকে মারতে এসেছিল। তাই সে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সন্ত্রাসীরা বাসায় ঢুকে তল্লাশী চালায় এবং তাকে না পেয়ে তারা আমাকে হুমকি দেয় যে, যদি আমি ভবিষ্যতে কখনো আমার জামাতাকে আশ্রয় দেয় তাহলে তারা আমাকে মেরে ফেলবে। পরবর্তীতে আমি জানতে পারি যে, সে আমার বাসা থেকে পালিয়ে ঢাকায় তার চাচাত ভাইয়ের বাসায় আশ্রয় নেয়। তার কিছুদিন পরে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে আমেরিকা চলে যায়। আমার জামাতা আমেরিকা চলে যাওয়ার পরও স্থানীয় আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা তার খোঁজে আমার মেয়ের বাসায় আক্রমন করে। সেখানে আমার জামাতাকে না পেয়ে তারা চাঁদা দাবী করে। তারা আমার মেয়ে এবং তার শাশুড়ীকে হুমকি দেয় যে, যদি তারা আমার জামাতাকে খোঁজে না পায় তাহলে তারা আমার নাতিদের অপহরণ করবে। হুমকি দিয়ে তারা চলে যায়। এরপর আমার মেয়ে প্রাণের ভয়ে তার বাচ্চাদের নিয়ে আমার বাসায় চলে আসে। তারা এখনো আমার বাসায় আছে। কারণ এর আগেও আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা আমার মেয়েকে ধর্ষনের চেষ্টা করেছিল এবং আমার নাতীদের মারধর করেছিল। বর্তমানে আমি আমার মেয়ে এবং নাতিদের নিয়ে অনেক আতংকিত। আমার জামাতা বাংলাদেশে ফিরে আসলে তাকে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা মেরে ফেলবে,

কারণ বরতমান বাংলাদেশে রাজনৈতিক অবস্থা আগের থেকে অনেক বেশী খারাপ। আমি তার জীবনের নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।